টালা-অভিনয়

[প্রহসন]

(কল্পনা রাজ্য)*

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা মৌলা আলীর দরগার পশ্চাৎভাগ লৌহরেলে ঠেস দিয়া কোন হিন্দুস্থানী, নেকবখত নুরানী চেহারার মৌলবী-মৌলানার বেশে জানু পাতিয়া বসিয়া বলিতেছে—তাহার ভাবার্থ এইরূপ-

এলাহি! হিন্দু-মুসলমান মিলন কর। উভয়ের মনের মলিনতা দূর কর। এলাহি, তাহাদের মায়া আমরা বুঝি, আমাদের মায়া মমতা তাহারা বুঝুক। উভয়ে এক হই—ধর্ম্মে ভিন্ন হউক, কর্ম্মে এক হওয়া চাই। উভয়ের ক্ষতি আপন আপন ক্ষতিবোধ হওয়ার ন্যায় শক্তি দেও। এলাহি! ভারতেশ্বরীর রাজ্য চিরস্থায়ী হউক। স্ব স্ব ধর্ম্মে স্বাধীনতা এরূপ সামঞ্জস্যভাবে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া প্রজা পালন করিয়া আসিতেছেন, এলাহি! তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিও।

অদূরে শূন্যে সয়তানের চেলাদ্বয়।

মৌলবীর প্রার্থনায় ব্যঙ্গভাবে প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার ভাব, মাথা নাড়িয়া দেখাইতেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিয়া প্রার্থনা বিষয় ব্যঙ্গ করিয়া বুঝাইতেছে।

হঠাৎ মৌলবী সাহেবের চক্ষে সয়তান চেহারা পড়িতেই—

"লা হওলা বেলা কুয়াত বেল্লাহে। তওবা আস্তাগফার" কলেমা দরূদ দোয়া যাহা জানিতেন তাহা অতি ত্রস্তে, ভয় ও ভীতভাবে মুখস্থ আওড়াইতে লাগিলেন।

দোয়া দরূদ কিছুই নহে, সেই প্রকার কথার উচ্চারণ মাত্র। অর্থ সংযোগ কিছুই নাই। তিনি যে প্রকারে শিক্ষা করিয়াছিলেন, বিশ্বাসের সহিত তাহাই পড়িতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটি কথাও বলিতেছেন।

"আমি জানি এটা গোরস্তান। কতকগুলি মাজার আছে। তওবা তওবা! ক্যা গোস্তকী কিয়া, তওবা তওবা হাজার বার তওবা। আমি খাড়া হয়ে প্রার্থনা করি নাই। বড় বেআদবী। ভারি আহম্মকি।"

পুনরায় সয়তানদ্বয়ের অঙ্গভঙ্গি সহিত চেহারা, মৌলবীর নজরে পড়িতেই মৌলবী সাহেব লা হওলা পড়িয়া উঠিতে পড়িতে পাগড়ী মাথায় দিতে দিতে মুখ ফিরাইয়া দুই কাঁধে ফুৎকার করিতে করিতে বেগে প্রস্থান।

---

* "হাফেজ", মার্চ-এপ্রিল, ১৮৯৭ খ্রীঃ

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালীঘাটের মন্দির—মন্দির পার্শ্বে বিদ্যারত্ন মহাশয় কালীর স্তব করিয়া—

"কালের কামিনী কালী কপাল মালিকা
কাতরে কিঙ্করে কৃপা করোগো কালিকা।।
ক্ষেমাঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষীণেরে ক্ষমিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া।।"

মা! রক্ষা কর। ভারতের প্রতি সদয় হও। হিন্দু-মুসলমানে মনে মনে মিলন কর। পূর্ব্ব হইতে শত্রুতা এখনই যেন বাড়িয়াছে বোধ হয়। মা সদয় হও। উভয় জাতির প্রতি সদয় হও। আরও না হয় স্বদেশীয় বা একটা সম্বন্ধ হক। মাতঃ। তোমার দয়া অসীম! তুমি মনে করিলেই ভারত রক্ষা পায়। জননী! তোমার দয়া অসীম! তোমার উভয় জাতীয় সন্তানের প্রতি সমানভাবে দৃষ্টি রাখিও। জননী! আমরা কেহই তোমার সপত্নি পুত্র নহি! মা! আমাদের পরম পূজনীয়া মাতা ভারত জননীর আয়ুবৃদ্ধি করিও। তাহার রাজ্যপাট অক্ষুণ্ণ রাখিও।

অদূরে সয়তানদ্বয়ের অঙ্গভঙ্গি নৃত্য, প্রার্থনায় বিষয় আকার ইঙ্গিতে বিদ্রূপ! একটি হাস্য! খুশীতে ভরিয়া বিকট বিকৃত শব্দ উচ্চারণ—বিদ্যারত্ন মহাশয় মা কালী কালী! করিয়া চাদর, সোনার বোতাম লাগান রেশমী শার্ট, নানাবিধ সাজ সরঞ্জাম ফেলিয়া প্রস্থান—সম্মুখে সয়তান চেহারা পুনঃ দেখিয়া মা রক্ষা কর। মা রক্ষা কর, বলিয়া ভয়ে অজ্ঞান অবস্থায় প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান ভারত শ্মশান। হরিণবাড়ী জেল খানার সম্মুখে রাস্তার ধারে ভূত প্রেত সয়তান সভার কমিটি।

১ম চেলা—নাম হিহি দাঁড়িয়া বলিতেছে—"দেখলে তো হে! তাবটাত বুঝলে। কেমন কলেজপুর। এখনও ভূত প্রেত সয়তানের ভয়? প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। এরাই আবার সখের সৈন্য হতে চান। লড়াই মারবেন। জঙ্গ ফতে করবেন। রাজ্য শাসন কর্ব্বেন, সায়ত্ত শাসন দণ্ড হাতে নিবেন। ঘৃণা! ঘৃণা!

২য় চেলা উঠিয়া বলিল। অশিক্ষিত সমাজেই এখনও গোয়ারতমু আছে। ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ দিয়ে এক কথা কানে উঠিয়ে দিতে পারিলেই, এক হাত মেলে নেওয়া যায়। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত, বনেদী ঘরণা, ধনী বিদ্বান ভদ্রদল, কি হিন্দু কি মুসলমান—উভয় দলই রাজভক্ত। অশিক্ষিত দলেই যত গোলযোগ। যদি তাহারা শিক্ষা পায়, তবে নিশ্চয়ই শিক্ষিত সমাজে মিশিতে পারিবে। রাজ্যে দিন দিন শান্তি স্থাপন হইবে। আমরাই যদি শিক্ষিত হইতাম,

তাহা হইলে কি রাজদণ্ডে প্রাণদণ্ড হয়। শিক্ষাই শান্তির আকর, উন্নতির সোপান। শিক্ষাতেই উক্তি। শিক্ষাতেই পরিচয়। ঈশ্বর—রাজা এবং মানুষ।

তৃতীয় চেলা—রৈ রৈ কর্কশ স্বরে বলিল। রাখরে! দেশ হিতৈষিতা রাখ। আজিকার সভা যে জন্য বসান হয়েছে, তার মিমাংসা[১] হক্।—ঐ যে কথার জন্য সভা, তাত সকলেই জেনেছেন, বিবাদ বাধাতেই হবে, তবে কে কে কোন পক্ষে কতজন যাইবেন, তাহার মিমাংসা করুন। ও মাথা পাগল স্ত্রীর গলাকাটা খুনে পণ্ডিতের কথায় কান দিয়ে সময় নষ্ট কর্ত্তে নেই।

২য় চেলা—গম্ভীরস্বরে বলিল—কিরে! পুণ্যাত্মা! তুই কার গলা কেটেছিলি? মনে নাই। সহোদর ভ্রাতার। এমন ভাল মানুষ হয়েছো? আচ্ছা তুই যেদিকে যাবি, আমি তার উলটো দিকে যাবো। আমি রাজা বাহাদুরের ঘাড়ে চাপপো। আমার দল রাজবাড়ী নিয়েই থাকবে। রাজার দেওয়ান, মুচ্ছদ্দী, কারকুন, প্যাদা, জমাদার, সেপাই স্বান্ত্রি[২] দেশ আলা, এদের ঘাড়েই চাপীপো। ইহাদিগকেই সওয়ারীর ঘোড়া বানাব।

"আচ্ছারে আচ্ছা! আমি খাঁর দিকে যাব। তুই হিন্দু মুসলমানে মিলন করবি। আমি তার বিপরীত করবো। আমি ভাঙ্গবো গড়তে দেব না। প্রণয় হতে দিব না। ভালবাসা জন্মাতে দিব না। দুই দলে যাতে মারামারি কাটাকাটি সর্ব্বদা চলিতে থাকে তার চেষ্টা করবো। জোগাড় করবো।"

"তোর সাধ্য কি? উপস্থিত ক্ষেত্রেই পরিচয়। আর বেশী দিন নাই। দিন ঘুনিয়ে এয়েছে। অর্ডার—নাজীর বাবুর হাওয়া হয়েছে।"

"অহে ভায়া! তাইতেই ত এত সাহস। আদালতের আজ্ঞা অবজ্ঞা করে সাধ্য কার?"

একজন বৃদ্ধ মোলবী বেশধারী সয়তানের চেলা দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, আচ্ছা ভ্রাতা দল! তোমরা আপন আপন দল বাছিয়া লইলে। এখন আমরা কি করি? কোথায় যাই? কোন্ দিকে কার্য্য ক্ষেত্র করি। হেড্ আড্ডা কোথায় নিয়ে যাই। সেখানে হেড্ কোয়াটার থাকবে সেই খানেই আগুন জ্বলে উঠবে। হিন্দু মুসলমানে বিবাদ আগুন জ্বলে উঠবে। আমি ভাই থানার লোকজন ছাড়তে পারবো না। চিরকাল তারা আমাদের, আমরা তাদের। প্রাণ গেলেও সে বন্ধু বান্ধবদিগকে আমার দল ছাড়াতে পারবে না। আমি সেই দিকেই গড়লেম।

তিলকচন্দনধারী, হাতে হরিনামের কুড়জালী, গায়ে নামাবলী, বৃদ্ধ ধার্ম্মিক হিন্দুবেশধারী সয়তান দণ্ডায়মান হইয়া রোষে এবং গম্ভীরস্বরে বলিল ঃ

ভাল কাজে আসিয়াছি কিছু ঠিক নাই
কার কথা কেবা শুনে একিরে বালাই।

১। মীমাংসা; ২। সান্ত্রী

সভাপতি আমাদের নারদ ঠাকুর।
আসিবেন শুনিতেছি কিন্তু কতদূর?
এ দিকে তো একমতে, লঙ্কা ভাগ হ'ল।
আমরা কি করি ভাই, কোথা যাই বল!

১ম চেলা বলিলেন—সভাপতি ঠাকুর অতিশয় বৃদ্ধ। এক প্রকারে বাহাত্তরে ধরেছে বলতে হবে। তার কি কিছু আছে! থাকিবার মধ্যে এখন বীণার সুরটি, আর প্রাণ ভরা গলার সুরটী। আমাদের সভা প্রায়ই সভাপতি নির্দ্ধারিত না হয়েই হয়। যেখানে সেখানে বসে যাই। সকলে একদলে কার্য্য করবো তার আবার সভাপতি কি? আসেন মুরব্বী বলে মেনে নেব,—মাথায় তুলে নৃত্য করবো। না এলেও যেখানে যখন দেখা পাবো পায়ের ধূলা মাথায় নিব। তার জন্য কথা নাই তবে—

রিষীবরের ঘাড়ে কে চাপপে সেইটাই স্থির হল না। তাকে ভেড়ান, তার ঘাড়ে চাপা শক্ত সয়তানের কাজ, মামদোরও কাজ নয়। লেললুরও ক্ষমতা নয়। ঘোঁর ঘোঁরও সাধ্য নয়।"

"সাধ্য নয় কি কথা। পথ দেখান—উস্কে দেওয়ার লোক থাকলে কাঠের পুতুলে কার্য্য হয়। তার ঘোঁ ঘোঁত মহাবীর আর লেললুই কি কম্।

"ওদিকে ফরসা হয়ে এলো। আর বাইরে থাকা যায় না। কাজ কাম দেখতে হবে। আজিকার মত এই পর্য্যন্তই সভার কার্য্য হয়ে থাক। সকলই হয়েছে। দুই একটি কাজের মীমাংসা হল না। সভাপতি খুড়োর সঙ্গে দেখা হইলেই, পরামর্শ এঁটে হুকুম পাশ করে রাখবো। রাত্রেই আপনারা খবর পাবেন। এখন ভারত জননীর জয় ঘোষণা করে সভা ভঙ্গ করা যাক্। জয় মা, জননী কি জয়। জয় মহারাজ ইবলিস খান্নাস কি জয়! জয়! আদীমূল আজাজীলর্ত্তকা কি জয়! জয় জেলখানার কর্ত্তা সাহেবের জয়। জয়, পাহারা আওলার জয়। জয় ভলন্টীয়ার সৈন্য দলের জয়। (পঞ্চবার হরে, পঞ্চচিয়ারসহ) জয় জেম্স বাহাদুর কি জয়।

এই হুলুস্থূল ব্যাপারের জয় ঘোষণা মধ্যে সভাপতি খুড়ো-নারদ ঠাকুর বীণা বাজাইয়া সুমধুর সঙ্গীত সুধা ঢালিতে ঢালিতে উপস্থিত। সকলে সমস্বরে বলিলেন—জয়! সভাপতি খুড়ো ঠাকুর কি জয়!! (করতালি)

মৌলবীর সাজে ইবলিস দীর্ঘ ঘন পাকা দাড়ী মাথাসহ নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—

"মিয়াভাই! বাড়ীর খবর কি? জরু লাড়কা বালার মেজাজ ত ভাল?"

সভাপতি খুড়ো—দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিলেন—"আপনার আশীর্ব্বাদে সকলি মঙ্গল। এদিকেও মঙ্গল। সভাতে যাহা মীমাংসা হয়েছে, সকলের অভিমতে যে কথার নিষ্পত্তি হয়েছে, তাতে কি আর কোন কথা হতে পারে? তবে ঋষিবরের ভারটা যে আমায় দেওয়া হয়েছে, আমি অসম্মত হতে পারি না। একথা বলতে পারি কাজটা বড়ই কঠিন। ব্রীটিশবরণ বড় শক্ত কথা, তাদের কাছে ধোকাবাজী খেলে সরে আসা সহজ ব্যাপার

নয়। তারা আমাদের মুখের চেহারা দেখে, পেটের কথা টেনে বের করে নেয়। তাদের এক দাঁতের বুদ্ধি আমাদের আছে? টাকা কত? অসংখ্য টাকা—রাজ্যও এত বেশী যে শুনতে পাই সূর্য্য অস্ত হয় না ব্রীটিশ অধিকারে। সাহসেও অদ্বিতীয়। বিদ্যা বিষয়ে ত কথাই নাই। আজ হাতগুটালে কাল আমরা ন্যাংটা, সাজ পোষাক বাবুগিরী দিকে তাকাও দেখি, বিলাতি চালান বন্ধ কল্লে কি হয়? বাবুগিরী সভ্যতা ভব্যতা কোথায় থাকে? এত সুখ সুবিধা কোথায় যায়? ভায়া! সেই জাতিকে যে কথার বশে আনা সহজ ক্ষমতার কার্য্য নয়।

"মেঁয়া ভাই! লোক বুঝেই বাছনি করা হয়েছে। আমি মসজিদ বলেই ধুয়াধরি। আর তুমি যদি নওয়াতে পার, তবে হয় তোমার, নয় আমার নাম করে, 'নয়' 'নয়' মস্‌জিদ নয় বলে টান দিও। যাবে কোথা?

"শুধু বসে থাকা ভাল নয়, স্বভাবের বিপরীত কাজ। গিন্নির নূতন নূতন আবদার। এই বয়সেও জড়াও জসমের জন্য কত ছাঁদে কত বাঁদে, বিনাইয়া বিনাইয়া নাকে মুখে চক্ষে বারি ঝরান। কখন সেই ভ্রু পাকা, কটাক্ষে সেই নির্বাণ অগ্নি কণা গরম করে, গদীয়ানী অথবা জমিদারী মুনিবী নজরে বাঘের মত চেয়ে থাকেন, তা হতে ত কিছুকাল রক্ষা পাব। আর এ বয়সে রাত্র জাগরণ আবদার চক্ষুরাঙ্গানী বাঘের মত চাওয়া আর ভাল লাগে না। ভাল দেখায় না। পোড়া কোপালে নারীজাতি তা বোঝে না ভায়া।"

"মেঁয়া ভাই! এ কিসের জন্য কি গাচ্ছেন? কোথায়, তাদের মধ্যে কি কথার অবতারণা কচ্ছেন। (একটু উচ্চস্বরে) বলি বাহন কোথা?

"আর ভায়া বাহন। এবারকার আকালে আবার বাহন আছে? জরাজীর্ণ হয়েছে। টাঠা পোকা, মাঝে মাঝে ঘূর্ণ ধরে একেবারে জ্বরজ্বর করে ফেলেছিল, দুইদিন উপবাস থেকে দশ পয়সায় আমার চিরপ্রিয় বাহনটি বিক্রয় করে একসের চাল কিনে ছিলাম।"

"মেঁয়া ভাই! ও কথা আর বলো না। তুলো না। সোনা, রূপার অলঙ্কার থালা ঘটী বাটী বদনা, শেষে ইজার চাপকান বিছানা বালিশ বেচে পেট রক্ষা কর্ত্তে হয়েছে। বাঙ্গালার মুসলমানের কি কিছু আছে। বিশেষ নিম্ন শ্রেণীর লোকের পেটে অন্ন নাই, পরনে কাপড় নাই। হাভাত, হাভাত করে লুটপুটী যাচ্ছে। যাক্ আর সময় নষ্ট করে কাজ নাই—আজিকার মত আদাপ আরজ করি। ঘটনাস্থলেই দেখা হবে। আর কথা যা বাকী রইল সেইখানেই হবে। মেয়া ভাই! মালা কুড়জালি নিতে ভুলো না। আমিও তস্‌বিহ নিতে ভুলিব না। লোকের মনে ধাদা লাগানো চাই। চক্ষে ধুলা দেওয়া চাই।

খুড়ো—হরিবোল হরি। রক্ষা কর।

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[কল্পনা রাজ্য]

বড় রাস্তার নিকটে একখানি খেলার ঘর—সম্মুখে কয়েকজন নিম্নশ্রেণীর মুসলমান—কাহার ছেঁড়া তহবন পরিধেয় উলঙ্গ শরীর—কাহারও পরণে ছেঁড়া পাজামা, মলিন পিরাহান, মাথায় ছেঁড়া টুপি। কাহারও অতি মলিন ছেঁড়া ধুতি—খালি পা, কেহ অর্দ্ধ উলঙ্গভাবে ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া—কেহ বসিয়া—কেহ দণ্ডায়মান।

নজু বলিল—আর সংসার চলে না। এক মোট খাটা মুটের কাজ মাথায় মোট ব্যয় কতই উপার্জ্জন করবো। ছোট ছোট চারটি ছেলে, তিনটি মেয়ে তারপর আবার ঘরের গিন্নী, বিধবা বুন চালাই কি করে? কিছুতেই পোষায় না। খোদার এমনি বিচার যে, ঘরে খাবার নেই, খাবার লোক আছে। বছর বছর কামাই নাই, দাই নাপিতে কড়ি দিতেই অস্থির হলেম।

ফজু—বাবা! মুসলমানের কপাল পাথর চাপা! যেদিকে তাকাবে—ঐ একভাব, আমরা মুটে মজুর—আমরাই যেদিন রাত খাই খাই করে, হাকুরে বেড়াচ্ছি, কোথা পাব, চুরি করি, কি ডাকাতি করি, কিসে সংসার চালাই, কোন পথে যাই বলে পথে অপথে, দৌড়াদৌড়ি করছি তা নয়, আব জোব্বা, সাট পিরাণ, ফর্সা ধুতি, চাদর বুট পায়ে ফুলবাবু ভায়ারাও আমাদের মত হা করে মর্চ্ছেন। পেটে ভাত কাহারও নাই। আজকাল সুখী বলতে হিন্দু জাতি, ধনে মানে, দেখতে বাড়ী, ঘরে, হাজারগুণে ভাল। একটা শহরে যাও, দেখবে যত ভাঙ্গা ঘর, ভাঙ্গা বাড়ী, গ্রামে যাও, ভাঙ্গা চাল, চালে খড় নাই, কাদের? আমাদের। উপার্জ্জনের পথের ধারেও যাইতে চাহিনা, কেবল হা' করে, হাত পা গোট করে, কপালের লিখা ভেবে, ভাবি। আর বসে বসে ছকে কলকে খরসান তামাকেরও কর্ম্ম করে, বসে বসে রাজা মারি বাদশা মারি। দু পয়সা উপার্জ্জনের পথ দেখি না। কপালে নাই, কপালের দোষ, মুসলমান জাতির অদৃষ্টে নাই, বলে কেবলই চিল্লাচিল্লি আল্লা বিল্লা করি। হাতে দুটো টাকা, কি দশ বার গণ্ডার পয়সা হলে, ইলিশ মাছ না হয় বকরির কলজে, দুধ চিনি ক্ষীর বাতাসার আয়োজনে দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি করি। যেখানে দু' পয়সা খরচা করলে চলে, কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচে, তা করি না। হাতে পাতে যা থাকে খরচ করে পরদিন না খেয়ে উপোশ যাই আর চাই কি?

নজু—(হাত নাড়া দিয়া) বাবা! যারা লিখা পড়া শিখে দিব্বি সাজ গোজ করে ভদ্রোলোক সেজে, হিন্দু জাতির সঙ্গে মিস্ দেয়ে বেড়াচ্ছে, দু'হাতে সায়েব ফিরিঙ্গীকে সেলাম বাজায়ে দু টাকা রোজগার করে খাচ্ছে তারা কি মানুষ। ধর যদি ওরাই মুসলমানের মাথা খাচ্ছে। ধর যদি ঐ শিক্ষিত ভদ্র বেশধরী—কপটীর দলই মুসলমানের নাম ডুবাচ্ছে। রোজা নাই,

নামাজ নাই, দান খররাত সেও নাম ডাকের জন্যে, বড় বড় সাহেবদের চক্ষে ধাঁধা লাগাইবার জন্যে করে বটে, কিন্তু ঐ সকল, খোসামোদে, মৌলভী মুনসীর জন্যেই আমাদের সর্ব্বনাশ। আমাদের পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, আমরা যে সকল কাজ কর্ব্বো, যাতে দু পয়সা উপার্জ্জন কর্ব্বো। তা তারাই এসে জুড়ে বসে, আমাদের জিজ্ঞাসা করে কে? আগে যে লেখাপড়া জেনে হাকিম হয়েছে, আমারই দাদা কাজী ছিল, আমারই চাচা শ্বশুর দারোগা ছিল, এখন সেই লিখাপড়া—বড় জোর নামটা সহি, সেও সাত আকা বাঁকায়, সেই বিদ্যায় এখনও প্যাদাগিরী—পোঁধরা, সঙ্গের মজুরী গাঁটুরী বোক্‌চা গামছা বওয়া চাকুরীও মেলে না।

কালু একটু বোঝে, একটু বুদ্ধিসুদ্ধিও আছে। সে মাথার টুপীটা নাড়া চাড়া করে মাথায় দিয়া বলিল—তোমরা কপাল কপাল করে, অদৃষ্টের লিখা লিখি নিয়েই মারা যাবে। এই যে খা সাহেব বড় ব্যস্ত হয়ে আসছেন। রসিকদাস গুণ্ডাও দেখি সঙ্গে সঙ্গে আসছে, কথাটা কি? তাইত কি খবর? ধীরাজ কৈবর্ত্ত বদমাইসের জড় সেও সঙ্গে আছে।

ফজু—রহিম, খোদাবকস্‌ও সঙ্গে সঙ্গে আছে। যা শুনেছিলাম তাই সত্য নাকি?

কালু—"কি শুনেছিলে?"

ফজু—রাজা বাহাদুরের সেই ডিক্রি। খাঁ সাহেবের এই ঘর নাকি ঋষিবর সাহেব সেই ডিক্রির হুকুমে ভেঙ্গে দেবে।

নজু—লাফাইয়া উঠিয়া ছেঁড়া চাদর মাথায় জড়াইতে জড়াইতে,—ভাঙ্গতে হয় না। মছিদ ঘর আর ভাঙ্গিতে হয় না।

কালু—মছিদ ঘর হলে ত ভাঙ্গতে হয় না? যখন টেকে নাই, এখন আর ভাঙ্গতে হয় না, সে কি একটা কথা। বাবা! আদালতের হুকুম। মাথা নাড়ে সাধ্য কার।

নজু—রাখো তোমার আদালত। ধর্ম্মের কাছে আদালত কি? আদালত যদি কানা হয়, তাই বলে আমরাও কানা হবো?

কালু—তাই হতে হবে। এমনি হুকুম।

নজু—রেখে দেও হুকুম। আমরা মছিদ বলেই দাঁড়াব। সে কথা হয়েছে—। মৌলবী বেল্লীক, আর ইবলিস মুন্সী বলে গেছে—দুই সেজদা সেখানে পড়ে—সেই খোদার ঘর—কার সাধ্য সে ঘর ভাঙ্গে। যারা ভাঙ্গতে আসবে,—তারা খোদার হুকুমে, হাত পা অবশ হয়ে পড়ে যাবে। আর যে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছে, তাতে আমাদের এক একজনের গায়ে এক এক হাতীর বল হবে। আর তারা আমাদিগকে বাঘের মত দেখবে। এক খোরা ধুলা পড়ে দিয়ে গেছে। মামুজী (খাঁ সাহেব) সেই ধুলা পড়া সিকেয় তুলে রেখেছেন। যদি থাক, সে সময় যদি থাকো—দেখবে ধুলা পড়ার কেমন গুণ। মুখে মাখলেই, বাঘের মত দেখাবে—।

কালু—আচ্ছা বাবা দেখা যাবে, ঐ তো তোমার—মামু আসছেন, দেখাই যাবে। ধুলা পড়ার গুণ থাকলে সঙ্গে গণ্ডায়-গণ্ডায় গুণ্ডা কেন? ঐ সকল চোর ডাকাতকে ডাকা কেন?

তোমরা পাঁচ-ভাই তোমার মামু, তোমার বোনাই, এই তো সাত শের, সাত সিঙ্গি। শের "বাবর" ধর আর খাও। ধুলা মেখে বাবা! আগে আদালতের নজীর বাবুর মাথাটা খেয়ো ফেল বাবা। কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করে, এক রোপায়া—দশ রোপায়া—বিশ রোপায়া—এক, বিশ, রোপায়া দো,—বিশ রোপায়া তিন—

এই তিনেই সর্ব্বনাশ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ধুক করে যে ঘাটা দেয়, একেবারে কলিজায় ঘা মারে। ঐ এক ঘাতেই লাখ টাকার জমিদারী মাটি—। বেটার মাথাটা খেও। তারপর প্যাদার দল বাবা আস্ত ডাকাত। তারা তাজা মানুষ খায়, তাদিগকে কেবল চিবনের উপর চিবন—দাঁতে দাঁতে দাবন। হাড়-গোড় ভেঙ্গে চুর করে, ধুলার সঙ্গে ধুলা করে দিও। প্যাদা বাবাজীরা যমদূত। তাজা মানুষ দাঁতে কেটে চিবাইতে চায়। দেখাইবা বাবা ধুলা পড়ার গুণ। ইবলিস মুন্সীর মন্ত্রের ফল। বেলেল্লা মৌলবীর ফতুয়া। বাবা যাই কর। বুঝে সুজে করো। ভাল লোকের কথা নিয়ে যা হয় করো। ঐ সকল মুন্সী মৌলবী, শেষে কোথায় সরে পড়বেন, তার খোঁজও থাকবে না। মরণ হবে ভদ্রলোকের।

নজু—"আচ্ছা রে বাপু আচ্ছা।"

ভদ্রলোক নিয়েই আমার মরণ। আমরা খাঁটী, আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আবাদ করি, ধান জন্মাই। সুযোগ সুবিধা করে দেই। সাহেবরা বাড়ী বসে থেকেই, ছায়ায় বিছানা পেতেই ভদ্রলোক। আমরা জোগায়ে না দিলে, আমরা ছোটলোক বলে রাজী না হলে, তাঁরা ভদ্রলোক হতেন কোথা হতে? তাদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তো কে?

কালু—ও সকল কথার উত্তর চাপান করা—সহজ কথা নয়। কারা খাটে, কারা খাটে শোয়। কারা মাঠে খাটে, কাদের জন্যে কে সুখী, সে সকল কথায় আমাদের কাজ কি? বাবা। এই তো আমি একজন সারাদিন শরীর খাটীয়ে দু পয়সা উপার্জ্জন করবো। নিজেই খাই, নিজেরই অচলতা আর পরকে কি দিব।

(দলবলসহ খাঁ সাহেবের প্রবেশ)

সকলেই নিরব। খাঁ সাহেব ম্লান মুখে বলিলেন। ভাই কালু! একটু বসে যাও। সেই ডিক্রি—এতদিন পরে এই ঘর ভাঙ্গলে। আদালতের নাজীব বাবু এখনই ঘর ভাঙ্গতে আসবেন। রাজা বাহাদুরের ঋষিবর সাহেবের লোকজনসহ আদালতের হুকুম নামা নিয়ে এখনই আসবেন।

কালু—নাজীর বাবু অনুগ্রহ করে কিছু কর্ত্তে পারেন না?

খাঁ—কি বলো! তোমার বুদ্ধি ত দেখছি লোপ পেয়ে গেছে। উকিলের বাড়ীর কাছে বাস করছো—স্কুলের মৌলবীকে বাড়ীতে জায়গা দিয়েছ। বুদ্ধি বেগ বাড়াবার কথাই, তারপর ভাইপোটীও ইজি-বিজী কি শিখ্‌ছে খেয়ে না খেয়ে শিখাচ্ছো, ছাইয়ের মধ্যে ঘৃত ঢালছো। ফল ভুগতে হবে। তা যা হক বুদ্ধি স্থির শুন। কোথায় রাজা রামকৃষ্ণ আর কোথায় গঙ্গারাম তেলী। গরীবের পক্ষে কেহ নয়—। কে গরীবের কথা শুনে। গরীবের উপকার কে করে? দুঃখীর জন্য দুঃখ কে করে ভায়া? যত দেখ, তেলা মাথাতেই মানুষে

তেল ঢালে। নাজীর বাবু কি আমাদের কথা শুনবেন।

নজু—'আজকাল দুনিয়ায় সকলে পয়সার গোলাম। নাজীর বাবুও একজন মাস মাহিনার চাকর। সামান্য টাকার ভিখারী। রাজা বাহাদুরের কাজে কি কোন প্রকারে চালাকী চাতুরী খেলতে পারে? ও কথাটা ঠিক পাগলের কথা। রাজা মহারাজা নবাব খাঁ বাহাদুরের খাতিরেই আলাহিদা। ওপথে কিছুই হবে না। এখন আপন বুদ্ধি, আপন বল। বল বল বাহু বল।"

খাঁ—ভাই। তোমরা ত সকলি জান এটা মসজিদ—আল্লার ঘর তোমরা দশজনেই নামাজ পড়িয়া থাক।

নজু—(পূর্ব্ববৎ লম্ফ ঝম্ফে) খোদার ঘর ভাঙ্গে সাধ্য কার? বেলেল্লা মৌলবী সাহেব, ইবলিস মুন্সী যা যা বলে গেছেন, তাই কর্ত্তে হবে। জান থাকতে খোদার ঘর ভাঙ্গতে দিব না। খোদার বান্দা হয়ে খোদার ঘর রক্ষা করতে পারবো না, সে কি কথা? জান দেব। খোদার নামে জান দিব। সহিদ[১] হবো বেহেস্ত যাব।"

খাঁ-হাঁ মোর বাবা। এই চাই। মুসলমানের রক্ত তোমাতেই আছে। আমারও ঐ কথা, এ জান থাকতে মসজিদ ভাঙ্গিতে দিব না।

কালু—"ভায়া একটা কথা! প্রজায় প্রজায় হলে তোমার কথাটা খাটতো না খাটতো কান পেতে শুন্‌তেম্ এ রাজায় প্রজায়—তার উপর আদালতের হুকুম। এমন খামখেয়ালী কাজ কখনই করো না। আদালতের হুকুম না মানা অপরাধে শাস্তি হবে, হয়ত জেলে যেতে হবে।"

খাঁ—জেল কবুল।

ফজু—ও খেপার কথা শুনবেন না। জান কবুল কচ্ছি, জানের আগে আবার জেল। ভাঙ্গতে দিবনা মজিদ ভাঙ্গতে দিবই না। জেল খুন সবই কবুল। এখন তোমরা আমার সঙ্গী হবে কি না?

কালু নিরব। নজু ফজু খুব সাহস করে মাজায় কাপড় বেন্দে খাড়া হলো। নজু বলিল—

আসুক দেখি, নাজীর। ভাঙ্গুক দেখি মসিদ।

মুখের কথা মুখেই আছে। নাজীর বাবু আদালতের প্যাদাদ্বয়, ঋষিবর সাহেবের পক্ষে ব্রজবাসী, আমলা দেশআলী প্রভৃতি কয়েকজন লোকের সহিত উপস্থিত হইয়াই অতি ধীর অতি নম্রভাবে, আদালতের হুকুম প্রচার করিলেন। বলিলেন—

আমরা আদালতের হুকুমের বলে, এই ঘর ভাঙ্গিয়া জমিদারকে দখল দেওয়াইব। ঋষিবর সাহেবের পক্ষের লোককে ঐস্থানে অধিকার দিব।

খাঁ সাহেব ইচ্ছা করিলে ঘর নিজে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। তাহা না করিলে আদালতের হুকুমে লোকজন দ্বারা ঘর ভাঙ্গিয়া বাদীকে দখল দিব।

যেমন ঠাটা গর্জ্জে, সেইরূপ নজু ফজু প্রভৃতি এবং গুণ্ডার দল যে যাহা পাইল—হাতের

১। শহীদ

নিকটে যাহা পাইল, তাহাই হাতে করিয়া পাগলের ন্যায় ক্ষেপিয়া উঠিল। একজন নহে—দুইজন নহে—সকলেই যেন হতজ্ঞানের মত হইয়া বলিতে লাগিল—

কার সাধ্য মসিদ ভাঙ্গে—কার মাথায় এত রক্ত যে মসিদের একখানি ইট খসায়। আয় দেখি কে ভাঙ্গিবি আয়। মাথা ভাঙ্গিব। মাথা দিব, তবু মসিদ ভাঙ্গিতে দিব না। খোদার বান্দা বাঁচিয়া থাকতে খোদার ঘর ভাঙ্গা চক্ষে দেখিব না।

নাজীর বাবু খা সাহেবকে নজু ফজুকে অনেক শান্তনা[২]—অনেক হিতোপদেশ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। বলিলেন—

আদালতের হুকুম মানিতেই হইবে। যে আপত্তি এখন করিতেছ এ আপত্তি পূর্ব্বেও করিয়াছিলে, নিরপেক্ষ বিচারে তাহা সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই। মজিদ বলিয়া আদালতের বিশ্বাস হয় নাই, সেই জন্যেই ভাঙ্গিবার হুকুম হইয়াছে। এখন ও কথার আপত্তিতে লাভ কি? আমরা বাধ্য হইয়া আদালতের হুকুম তামিল করিতে চেষ্টা করিব।

গোয়ার-গোবিন্দ আহাম্মুক, মূর্খ না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।

একেবারে মার মার কাট কাট করিয়া, মূর্খের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। নাজীরবাবুর কথা বলার অবসরমধ্যে কাছা কাছটা ভাল করিয়া বাঁধিল। ক্রমে লোকের বেশী জনতা হইল। নাজীর বাবুর কথার সঙ্গে সঙ্গে নজু ফজু ইট পাঠ্‌কেল মুগুর বাঁশ হাতে করিয়া, মসিদ ভাঙ্গিবি? খোদার ঘর ভাঙ্গিবি? ওরে বেদিন কাফেরের দল খোদার ঘর ভাঙ্গিবি? মার, মার ঐ বেইমানে—মার ঐ—

এই আগুন পোরা কথার মধ্যে। খাঁ সাহেবের হেম্মতে, সকলে হেম্মত বাঁধিয়া আলী আলী শব্দে দখলকারীদিগের প্রতি আক্রমণের চেষ্টা করিল। দখলকারিগণ বেগতিক দেখিয়া সভয়ে—ছত্রভঙ্গভাবে পথে অপথে প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিল।

—

২। সান্ত্বনা